ভোরের কাগজ

২৪|৮|২০০২

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

সাময়িকভাবে হলেও ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করুন

গত ৯ আগস্ট সন্ত্রাসীদের গুলিতে মুরাদনগর উপজেলার কোম্পানিগঞ্জ বদিউল আলম ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সৈয়দ হাফিজ আহাম্মদ নির্মমভাবে খুন হয়েছেন। ছাত্রদের স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য। কিন্তু প্রত্যেক কলেজে সংসদের নামে, ছাত্র রাজনীতির নামে কিছু ছাত্র মাস্তানে পরিণত হয়েছে। আজ শিক্ষকদের গায়ে হাত তুলতে এমনকি খুন করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করে না। কী ভীষণ দুঃসহ অবস্থা! আমি এমন কয়েকজন শিক্ষককে জানি যারা ছাত্র নামধারী মাস্তানদের অত্যাচারে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। আজ প্রায় প্রত্যেক কলেজ অধ্যক্ষই সব সময় 'টেনশনে' থাকেন। ছাত্রদের জন্যই যদি আজ শিক্ষকদের এই অবস্থা তাহলে ছাত্র রাজনীতির কি প্রয়োজন? ছাত্র নেতাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কি দেশের নীতি নির্ধারণে বা দেশ পরিচালনায় আজ আর কোনো ভূমিকা রাখছে? কিছুই না। তবু তারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, রাজনৈতিক দলগুলোর ক্রীড়নক। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছাত্রদের রাজনীতিতে সম্পৃক্ততার প্রধান দুটি কারণ হলো, প্রথমত, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে যতো রকম টেন্ডার হয় তাতে ভাগ বসানো এবং দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে নানাবিধ অবৈধ সুবিধা আদায়। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলো ছাত্রদের পেশিশক্তিকে ব্যবহার করে নিজস্ব 'ফায়দা' হাসিল করছে। ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীদের ভয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীগণ আজ অনিশ্চিত জীবনযাপন করছে, জিম্মি হয়ে তারা আজ আশঙ্কায় অনিশ্চয়তায় বিহ্বল হয়ে বসে আছে।

মাননীয় প্রেসিডেন্ট, আপনি রাজনীতিবিদদের ছাত্র রাজনীতি থেকে সরে আসতে বহুবার উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু আপনার কথা কেউ শোনেনি। আজ সময় এসেছে এ ব্যাপারে চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করার। জনসাধারণ ও উগ্র ছাত্র রাজনীতির শিকারে পরিণত ৮০% সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অভিপ্রায় এবং দাবি অনুযায়ী রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ছাত্রদলগুলো যেভাবে সম্পৃক্ত আছে বাতিল করার। চিরস্থায়ীভাবে শিক্ষাকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে মহামান্য প্রেসিডেন্ট কয়েক বছরের জন্য হলেও ছাত্র রাজনীতি বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। শিক্ষাকে বাঁচান, দেশকে রাহুমুক্ত করুন। নিরীহ সাধারণ ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক সমাজ আপনার সঙ্গেই আছেন।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার
৩, পুষ্পরাজ সাহা লেন
লালবাগ, ঢাকা।